W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 186 /WBHRC/SMC/2017

Date: 12. 06. 2017

Enclosed is the news item appearing in 'Dainik Statesman', a Bengali daily dated 12.06..2017, captioned 'তিন সরকারি হাসপাতালের টানাপোড়েনে পা বাদ গেল অসহায় দিনমজুরের

The Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt. of West Bengal is directed to submit a detailed report by 24th July, 2017.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M. S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt.12.06. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and uploaded in the website.

তিন সরকারি হাসপাতালের টানাপোড়েনে পা বাদ গেল অসহায় দিনমজুরের

নিজস্ব প্রতিনিধি– পরিকাঠামো নেই, অগত্যা মুমূর্ষু রোগীকে কলকাতার বড় হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়। রাজ্যের স্টেট জেনারেল হাসপাতালগুলির হাল ঠিক একরমই। কিন্তু জেলা থেকে রেফার হয়ে আসা কলকাতার মেডিকেল কলেজেও সময়মতো চিকিৎসক না থাকায় পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম রোগীর চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হল না। ফলে আবার রেফার অন্য মেডিকেল কলেজে। আর এই টানাপোড়েনে গোড়ালি থেকে পা বাদ গেল এক দিনমজুরের। বর্তমানে তিনি দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

উত্তর ২৪ পরগনার নিমা গ্রামের বাসিন্দা বছর পঞ্চাশের সুব্রত ঘোষ কল্যাণী হাইওয়েতে মোটরবাইকের ধাক্কায় গুরুতর জখম হন গত ৭ জুন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করে কল্যাণীর জওহরলাল নেহরু হাসপাতালে রেফার করে দেন। কারণ, সুব্রতবাবুর বাঁপায়ের গোড়ালির নিচে কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপর তাঁর বাড়ির লোকজন তাঁকে কল্যাণী নিয়ে গেলে সুব্রতবাবুর বাঁ পায়ে ১৪টি সেলাই করা হয়। তবে সেখানকার চিকিৎসকরাও তাঁকে পরীক্ষা করে একই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন। তাঁরা জানিয়ে দেন, এটা কার্ডিও থোরাসিক ভাসকুলার সার্জারি বিভাগের ব্যাপার, কিন্তু সেটা কল্যাণী হাসপাতালে নেই। তাঁরাই রোগীর বাড়ির লোকজনকে পরামর্শ দেন যত শীঘ্র সম্ভব তাঁকে কলকাতার কোনও মেডিকেল কলেজে নিয়ে যেতে। সেইমতো তাঁকে কলকাতার কোনও হাসপাতালের নিউরো সার্জারি বা কার্ডিও ভাসকুলার সার্জারি বিভাগে রেফার করে দেন কল্যাণীর জওহরলাল নেহরু হাসপাতালের চিকিৎসকরা।

তবে হয়রানির এখানেই শেষ হয়নি দুস্থ এই পরিবারের। আহত সুব্রতবাবুর ছেলে তমাল ঘোষের কথায়, 'সেদিন রাতেই বাবাকে এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে যওয়া হলে এমার্জেন্সির ডাক্তারবাবু অর্থোপেডিক বিভাগে পাঠিয়ে দেন। সেখানকার চিকিৎসকরা সুব্রতবাবুকে পরীক্ষা করে কার্ডিও থোরাসিক সার্জারি বিভাগে যেতে বলেন, রাত তখন ২টো।' কিন্তু সেই সময় ওই বিভাগের কোনও ডাক্তার না থাকায় তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়েছিল বলেই অভিযোগ আহত সুব্রতবাবুর পরিজনের। তমালের অভিযোগ, '৭ জুন সারা রাতে ডাক্তার না থাকায় অর্থোপেডিক ও নিউরো সার্জারি বিভাগের টানাপোড়েন চলার পর ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ বাবাকে এসএসকেএমে রেফার করে দেন এনআরএসের চিকিৎসক।' কিন্তু কলকাতার সবথেকে বড় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও হয়রানির সুরাহা হয়নি, উল্টে আবার রেফারের শিকার হতে হয় তাঁদের। এসএসকেএম হাসপাতালেও একই ব্যবহার করা হয় তাঁদের সঙ্গে। দুই বিভাগের টানাপোড়েনে সকাল ছ'টা পর্যন্ত কোনও রকম চিকিৎসা হয়নি গুরুতর আহত বৃদ্ধের। ফলে তাঁর বাঁ-পায়ের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে বলেই অভিযোগ, সেই দিন সুব্রতবাবুকে নিয়ে হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করা তমালের বন্ধু অনুপম সিংহ রায়ের প্রশ্ন, কলকাতার মেডিকেল কলেজগুলিতে কার্ডিও থোরাসিক ভাসকুলার সার্জারির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে কেন রাতের বেলা চিকিৎসক থাকবেন না?

সারারাত ছোটাছুটির পর ৮ জুন সকালে ফের এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় আহত সুব্রতবাবুকে। কিন্তু ঘন্টাখানেক লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে আউটডোরের চিকিৎসককে দেখানো হলে সেই আগের রাত্রের পুনরাবৃত্তি ঘটে সকালেও। অর্থোপেডিক, নিউরো, সিটিভিএস ও প্লাস্টিক সার্জারির মতো বিভাগে রেফার করার পালা চলতে থাকে। সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেলেও চিকিৎসা শুরুই করতে পারেনি কলকাতার নামি সরকারি হাসপাতালটি। এরপরই হাল ছেড়ে দেন সুব্রতবাবুর পরিবার। দিনমজুর ওই পরিবার শেষ পর্যন্ত নিজেদের সাধ্যের বাইরে গিয়ে মুকুন্দপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন তাঁকে। দুর্ঘটনার প্রায় ২৭ ঘন্টা পর অবশেষে সেখানেই তাঁর বাঁপায়ে অস্ত্রোপচার করেন সিটিভিএস বিভাগের চিকিৎসকরা। কিন্তু দেরি হয়ে যাওয়ার কারণে দিনমজুর সুব্রতবাবুর বাঁ পায়ের গোড়ালির নিচ থেকে কেটে বাদ দিতে হয়েছে। বর্তমানে তিনি সেই বেসরকারি হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। এখনও পর্যন্ত তাঁদের খরচ হয়েছে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা. যা গরিব ওই পরিবারের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের চাঁদায় কিছুটা সমস্যা মিটলেও তাঁরা টাকা জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা বিনামূল্যে দিলেও সরকারি হাসপাতালগুলিতে পরিকাঠামো ও চিকিৎসকদের ঢিলেমির জেরে পা হারাতে হল রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করা এক গরীব দিনমজুরকে। তাঁর পরিবার এখন কিভাবে হাসপাতালের বিল মিটিয়ে বৃদ্ধ সুব্রত ঘোষকে বাড়ি ফেরাবে সেই চিন্তায় দিন গুনছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদেরও প্রশ্ন, পথ দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসা পরিকাঠামো কলকাতার মেডিকেল কলেজগুলিতে কেন পাওয়া যাবে না? এর উত্তর দিতে পারেননি দুই মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষ। জনান্তিকে তাঁরাও মেনে নিয়েছেন রাতের বেলা জরুরি পরিষেবা পাওয়া সব সময় সম্ভব নয়।

এবার হাওড়া, নেমপ্লেটে ভুয়ো ডিগ্রি

প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি